কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/ থানাঃ	বানারীপাড়া		
২। জেলাঃ	বরিশাল		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১২৬	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	৫
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১৬০৮৯	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৭৩১
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২/০৯/২০২১	
৮। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		০ টি	
৯। উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মো. রফিকুল ইসলাম তালুকদার	
১০। উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueobanaripara1@gmail.com	
১১। উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১২৫২০৪৩৬	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/ গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সংক্রান্ত জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে; • সকল শিমুদের জন্য মাস্ক ও সেনিটাইজার সংগ্রহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়ে অবস্থান করণ; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শিশুদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/ করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১২৬ টি
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্য কর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টারে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে; • শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ও এসএমসি সদস্যদের ইত্যাদি মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে;
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, এসএসসি, অভিভাবক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছে;

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/ জুমমিটিং/ কল/ মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• সভার সংখ্যা: ১৫২ টি • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুমমিটি, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি;
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/ প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃতঅর্থ: স্লিপ ফান্ড ও আনুষঙ্গিক থেকে অর্থ সরবারহ করা হয়েছে। • অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/ নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা) : ১২৬ টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা): ৭ জন
০৩	কার্যক্রম চালুরপর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা): প্রযোজ্য নয়
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/ নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/ নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • তাদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা ছিল।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগলমিটে/ হোয়াটসএপে/ ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• গুগলমিটে/ হোয়াটসএপে /ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ‘ঘরে বসে শিখি’ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; • হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক- শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি;
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	• এসএমসির সদস্যদের পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ে থাকার জন্য বলা হয়েছে। • মা/ অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;

সার্বিকমন্তব্য: কোভিড-১৯ করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পূনরায় চালু করা আমাদেরজন্য চ্যালেঞ্জ ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রেখে মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিগণকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশকে উৎসাহিত করেছে। সময়ের ব্যবধানে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ।

স্বা/-
মো. রফিকুল ইসলাম তালুকদার
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
বানারীপাড়া, বরিশাল।